চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা

চট্টগ্রাম

মোবাইল নং- ০১৮২৪৪৭৭৬৯৩

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি)

১৮ অক্টোবর ২০২২ খ্রি.

শেখ রাসেল দিবস-২২ ও মেয়র মেধাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে মেয়র

রাসেল সকল শিশু-কিশোরদের কাছে জাগরুক হয়ে থাকবে

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী শেখ রাসেল দিবসে "দীপ্ত জয়োল্লাস, অদম্য আত্মবিশ্বাস" এই স্লোগানকে ধারণ করে বলেন, শহীদ শেখ রাসেল আমাদের কাছে বেদনার এক মহাকাব্য। শেখ রাসেল আবেগ, শুন্যতা ও ভালবাসায় জড়ানো একটি নাম। ৭৫'র ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যাকারীরা শিশু ও নারীদের প্রতি সামান্যতম দয়ামায়া দেখায়নি। বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠপুত্র শেখ রাসেল সেদিন ঘাতকদের কাছে প্রাণ ভিক্ষা চেয়েছিল। এতে প্রমানিত হয় বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীরা পৃথিবীর সবচেয়ে নিষ্ঠুর ও বর্বরচিত ঘাতক। তিনি বলেন, ঘাতকের নির্মম আঘাতে শুধু শেখ রাসেলই নয় দেশের কোটি কোটি শিশুর হৃদয়কে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। সেদিন মানবিক, নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক সনদ, আইসিও শিশু সনদ, জাতিসংঘের শিশু সনদ ও ইসলামে শিশু অধিকার সব কিছুকেই কলঙ্কিত করা হয়েছিল। রাসেল সকল শিশু-কিশোরদের কাছে জাগরুক হয়ে থাকবে। মেয়র বলেন, রাসেলের রক্তের ঋণ পরিশোধের মধ্য দিয়ে আমাদের শিশুদের জন্য নিরাপদ বিশ্ব গড়ে তুলতে হবে। আজ মঙ্গলবার বিকেলে চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউট মিলনায়তনে চসিকের উদ্যোগে শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষে চসিক আয়োজিত আলোচনা সভা ও শিক্ষার্থীদের মাঝে মেয়র মেধাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ শহীদুল আলমের সভাপতিত্বে সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন শিক্ষা স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি ড. নিছার উদ্দিন আহমদ মঞ্জু আরো বক্তব্য রাখেন প্যানেল মেয়র মো. গিয়াস উদ্দিন, সমাজ কল্যাণ স্ট্যন্ডিং কমিটির সভাপতি কাউন্সিলর আবদুস সালাম মাসুম, কাউন্সিলর নাজমুল হক ডিউক, মোহাম্মদ ইসমাইল, আবুল হাসনাত মো. বেলাল, আবদুল মান্নান, নুরুল আমিন, সংরক্ষিত কাউন্সিলর জেসমিন পারভীন জেসী,শাহীন আক্তর রোজী, সচিব খালেদ মাহমুদ, প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা লুৎফুন নাহার, কুসুম কুমারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক চম্পা মজুমদার। উপস্থিত ছিলেন-মেয়রের একান্ত সচিব মুহাম্মদ আবুল হাশেম, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. সেলিম আকতার চৌধুরী, স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট মনীষা মাহাজন, শিক্ষা কর্মকর্তা উজালা চাকমা, উপ-সচিব আশেক রসুল চৌধুরী টিপু, অতি. প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মতর্কা হুমায়ুন কবির চৌধুরী প্রমুখ।

মেয়র আরো বলেন, দেশের শিশু, কিশোর ও তরুণ প্রজন্মের কাছে শেখ রাসেল এক ভালবাসার নাম। শেখ রাসেল দেশের আনাচে-কানাচে এক মানবিক সত্তা হিসেবে সবার মাঝে বেঁচে আছেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু শিশুদের খুবই ভালবাসতেন। তিনি জানতেন সুখি সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়তে হলে নতুন প্রজন্মকে সোনার মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। শৈশব থেকেই তাদের মধ্যে চারিত্রিক গুণাবলির উন্মেষ ঘটাতে হবে। শিশুদের মাঝে দেশ প্রেম ও ন্যায়-নিষ্ঠাবোধ জাগ্রত করার মাধ্যমে তাদের প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

তিনি শিশুদের মাঝে স্বাধিনতার সঠিক ইতিহাস ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শ তুলে ধরতে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, রাসেল যদি বেঁচে থাকতো, তাহলে হয়তো একজন মহানুভব, দূরদর্শী ও আদর্শ নেতা আজ আমরা পেতাম, যাকে নিয়ে দেশ ও জাতি গর্ব করতো।

যেভাবে আমরা সারা বিশ্বে রোল মডেল হিসেবে জাতির জনকের কন্যা প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে গর্ববোধ করি। প্রসঙ্গক্রমে মেয়র বলেন, বৃটিশ উপনিবেশিক আমলে নূর আহমদ চেয়ারম্যান এতদাঞ্চলে অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে যেভাবে শিক্ষার আলেকবর্তিকা রচনা করেন তারই ধারাবাহিকতায় প্রয়াত মেয়র আলহাজ্ব এ.বি.এম মহিউদ্দিন চৌধুরী নগরীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে গতানুগতিক ধারার পরিবর্তে আধুনিকতার ছোঁয়া দিয়েছেন। যা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ছাত্র-ছাত্রীদের ভালো ফলাফলে ও শিক্ষকদের ভালো পাঠ দানে পুরস্কারের ঘোষনা দেন মেয়র। আলোচনা সভা শেষে মেয়র রেজাউল করিম চৌধুরী চসিক পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ২০৮ জন ছাত্র-ছাত্রীর মাঝে মেয়র মেধাবৃত্তির পুরস্কার ও রচনা-চিত্রাংকন প্রতিযোগীতায় বিজয়ীদের মাঝে সনদ তুলে দেন।

এছাড়া সকালে শেখ রাসেলের জন্মদিন উপলক্ষে সিটি কর্পোরেশন সম্মেলন কক্ষে খতমে কোরআন, মিলাদ ও দোয়া এবং চসিক চত্বরে শেখ রাসেরের অস্থায়ী প্রতিকৃতিতে সিটি মেয়রের নেতৃত্বে পুস্পমাল্য অর্পন করে শ্রদ্ধ নিবেদন করা হয়।

চসিক ভ্রাম্যমাণ আদালত

রাস্তা ও ফুটপাত দখল করে ব্যবসা করার দায়ে ৪৮ হাজার টাকা জরিমানা

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে আজ মঙ্গলবার নগরীতে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। চসিক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মারুফা বেগম নেলী পরিচালিত অভিযানে আরাকান সড়কের কাপ্তাই রাস্তার মাথা থেকে মৌলভী বাজার পর্যন্ত রাস্তার উভয় পার্শ্বের অবৈধ দোকান ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান উচ্ছেদ করা হয়। রাস্তা ও ফুটপাত দখল করে ব্যবসা করাসহ রাস্তায় মালামাল রেখে জনসাধারণের চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করায় ১২ দোকানদারের বিরুদ্ধে মামলা রুজু পূর্বক ৪৮ হাজার জরিমানা করা আদায় করা হয়। এছাড়াও ষোলশহর ২নং গেইট ও কর্ণফুলী কমপ্লেক্স এলাকায় বায়েজিদ রোডের উভয় পার্শ্বের অবৈধ দোকানপাট উচ্ছেদ করে রাস্তা ও ফুটপাত অবৈধ দখলমুক্ত করা হয়। এতে অংশ নেন সিটি মেয়রের একান্ত সচিব ও প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা মুহাম্মদ আবুল হাশেম। অভিযানকালে সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ ও চান্দগাঁও থানা পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটকে সহায়তা প্রদান করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(কালাম চৌধুরী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩